ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

২৪ জুন ২০২৫

অনুমোদিত "নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫"

১৬ জুন ২০২৫ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত অনুমোদিত নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫ এ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) যেসকল সুপারিশ ও মতামত খসড়া নীতিমালার ওপর প্রদান করেছে, তার অনেকগুলোই প্রশংসনীয়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বিধায় কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষ প্রকাশ করছে টিআইবি। পাশাপাশি নীতিমালার নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদসমূহ পুর্নবিবেচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করার জন্য টিআইবি বিনীত আহবান জানাচ্ছে।

টিআইবি'র পর্যালোচনা ও সুপারিশ

অনুচ্ছেদ নম্বর ও মূল বিষয়	পর্যালোচনা	সুপারিশ
১.১ মুখবন্ধ	ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি এন্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি), ডেল্টা প্ল্যান-২১০০সহ জলবায়ু সংক্রান্ত অন্যান্য পরিকল্পনার লক্ষ পূরণের কথা বলা হলেও ইনটেন্ডেড ন্যাশন্যালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (আইএনডিসি) এবং প্যারিস চুক্তিতে কার্বন হ্রাসের যে প্রতিশ্রুতি ও লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয় নি।	১.১ নম্বর অনুচ্ছেদ **'মুখবন্ধে'** সুনির্দিষ্টভাবে ইনটেন্ডেড ন্যাশন্যালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (আইএনডিসি) এবং প্যারিস চুক্তির কার্বন নির্গমন হ্রাসের লক্ষ অর্জনের বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।
১.২ সংজ্ঞা	'গ্রিন এনার্জি'কে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদিত জ্বালানি এবং 'গ্রিন হাইড্রোজেন' কে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে উৎপাদিত হাইড্রোজেন বলা হয়েছে। অন্যদিকে, গ্রিন এনার্জি বলতে 'নিউক্লিয়ার এনার্জি'কেও বুঝানো হচ্ছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। যদি তাই হয় তবে তার ভুল ব্যাখ্যা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।	'নবায়নযোগ্য জ্বালানি', 'গ্রিন হাইড্রোজেন', 'গ্রিন এনার্জি', 'ক্লিন এনার্জি', 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি লক্ষমাত্রা', 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসার'সহ বিভিন্ন বিষয়গুলোকে বিজ্ঞানসম্মত ও সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।
১.৩ নীতিমালার পরিধি	'বর্জ্য থেকে জ্বালানি' এবং 'গ্রিন হাইড্রোজেন'কে 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত বর্জ্য এবং গ্রিন হাইড্রোজেন নেচারালি রেপ্লেনিশড বা প্রাকৃতিক কোনো জ্বালানি উৎস নয় বরং এর কিছু সমালোচনা রয়েছে যে এটা দহন প্রক্রিয়ায় কার্বন নির্গমন করে এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।	সম্ভাবনা যাচাই সাপেক্ষে 'বর্জ্য থেকে জ্বালানি' উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি, ক্লিন ও গ্রিন হাইড্রোজেনের নামে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরো সচেতনভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষে নীতি নির্ধারণ জরুরি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

অনুচ্ছেদ নম্বর ও মূল বিষয়	পর্যালোচনা	সুপারিশ
২.২ উদ্দেশ্য	• বিদ্যুতের মূল্য হ্রাস ও ভর্তুকি কমানো, নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরঞ্জামের দেশজ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তির সম্প্রসারণসহ জ্বালানি নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই নীতিতে খাতভিত্তিক নীতিসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কিভাবে বাস্তবায়ন করবে তার রূপরেখা অনুপস্থিত। • যথাযথভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, মান নির্ধারণ ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার কথা বলা হলেও বিনিয়োগকারিদের সুযোগ-সুবিধা, সুরক্ষা ও অন্যান্য প্রণোদনা সম্পর্কে কোনো দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় নি। • 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি লক্ষমাত্রা' এর কথা বলা হয়েছে কিন্তু তা আইইপিএমপি, বাংলাদেশ জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (বিসিপিপি), আইএনডিসি বা অন্য কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষমাত্রাকে ভিত্তি করে করা হয় নি।	• নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন ও নীতি বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকা আবশ্যক এবং এই বিষয়ে নীতিতে স্পষ্টভাবে দিক নির্দেশনা দিতে হবে। • নীতিতে 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি লক্ষমাত্রা' নির্ধারণে এর স্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদানসহ বিদ্যমান অন্যান্য নীতিতে উল্লেখিত লক্ষের আলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এর অর্ন্তভূক্ত বিষয়সমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
৩.৬ অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস	এ অনুচ্ছেদে **'অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস'** হিসেবে 'গ্রিন হাইড্রোজেন' কে দেখানো হয়েছে। কিন্তু, গ্রিন হাইড্রেজেন এনার্জি নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস কিনা তা নিয়ে বির্তক রয়েছে।	'গ্রিন হাইড্রেজেন এনার্জি'র নামে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরো সচেতনভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষে নীতি নির্ধারণ জরুরি।
৪.০ আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	• **৪.১ নম্বর অনুচ্ছেদে** আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ফ্রেমওয়ার্কে নীতিগত উদ্দেশ্য অর্জনে স্রেডাসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কর্তৃপক্ষ/ইউটিলিটিগুলোর সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাত সংক্রান্ত নীতি তৈরি ও বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব বিদ্যুৎ বিভাগের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একইসাথে, স্রেডাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় নি। • আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হলেও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পর্কিত সামগ্রিক কার্যক্রমে ' পরিবীক্ষণ', 'নীরিক্ষণ' ও 'অভিযোগ প্রতিকার' কারী মূখ্য কর্তৃপক্ষ ও তার দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি।	• একটি নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ছাড়াও ভূমি, পরিবেশ, কৃষি, স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের ছাড়পত্র ও অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে এই নীতিতে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের রূপরেখা ও এসংক্রান্ত নির্দেশনা থাকা জরুরি। • নবায়নযোগ্য জ্বালানি সামগ্রিক সম্পর্কিত কার্যক্রমে 'পরিবীক্ষণ', 'নীরিক্ষণ' ও 'অভিযোগ প্রতিকার' কারী মূখ্য কর্তৃপক্ষ ও তার দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
৫.০ কর্মসূচি ও প্রকল্প উন্নয়ন	• এই অনুচ্ছেদসহ নীতির বিভিন্ন অংশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারের কথা বলা হলেও 'প্রসার' এর সংজ্ঞা এই নীতির ১.২ নম্বর অনুচ্ছেদে দেওয়া হয় নি। • অনুচ্ছেদ ৫.৪, ৫.৫, ৫.৬, ৫.৭, ৫.৯, ৫.১০, ৫.১১, ৫.১২, ৫.১৩ এবং ৫.১৪ -এ বিভিন্ন ধরনের নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও প্রসারের ক্ষেত্রে কি ধরনের উদ্যোগ এবং কোন ধরনের প্রণোদনা দেওয়া হবে এবং এই প্রনোদনা কে দেবে এবং কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেবে তা উল্লেখ করা হয় নি।	নীতির **১.২ অনুচ্ছেদে** 'সংজ্ঞা' অংশে 'প্রসার' এর সংজ্ঞা দিতে হবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে কোন কোন ধরনের প্রণোদনা দেওয়া হবে, কে দিবে এবং কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দিবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

অনুচ্ছেদ নম্বর ও মূল বিষয়	পর্যালোচনা	সুপারিশ
৫.১. সাধারণ নীতিগত ব্যবস্থা এবং সহায়ক ব্যবস্থাপনাসমূহ	**৫.১.২ নম্বর অনুচ্ছেদে** এই নীতিমালার ভিত্তিতে একটি সময়সীমার মধ্যে একটি রোডম্যাপ/বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, এই নীতি চূড়ান্ত অনুমোদনের কতদিনের মধ্যে এই রোডম্যাপ/বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে তার সময়াবদ্ধ কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয় নি। রোডম্যাপ/বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে স্রেডাকে দায়িত্ব প্রদান করা হলেও এই প্রক্রিয়ায় পদ্ধতি ও অংশীজন সম্পৃক্ততা (বিশেষ করে বেসরকারি অংশীজনদের সম্পৃক্ততা) নিয়ে কোনো দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় নি।	• নীতি চূড়ান্ত অনুমোদনের কতদিনের মধ্যে এই রোডম্যাপ/বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে তার সময়াবদ্ধ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। • রোডম্যাপ/বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজন বিশেষ করে বেসরকারি অংশীজনদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।
	৫.১.৪ নম্বর অনুচ্ছেদে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প ডেভলপার কর্তৃক তাদের প্রকল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য স্রেডা এবং সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটিসমূহকে নিয়মিত প্রদান করতে হবে। জবাবদিহি নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, এটা স্পষ্ট নয় যে কোন পরিসরে এবং কোন কোন বিষয়গুলো জানাতে হবে সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা নেই।	এক্ষেত্রে নিয়মিত তথ্য প্রদানের বিষয়টি আরো স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট করতে হবে। যেমন, কোন পরিসরে এবং কোন কোন বিষয়গুলোর তথ্য প্রদান হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা থাকা জরুরি। এই বিষয়টি নিশ্চিতে রেজিস্ট্রেশন বা সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে কিনা তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
৫.২ ইউটিলিটি স্কেল নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের প্রসার	নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারের কথা উল্লেখ থাকলেও সুনির্দিষ্টভাবে প্রসারের জন্য কোন প্রণোদনা, সুনির্ধারিত কোনো পলিসি সাপোর্ট, বিজ্ঞপ্তি (অ্যাডভারটাইজিং), প্রাইভেট-পাবলিক সম্পৃক্তকরণ সম্পর্কিত কোন কিছু বলা হয় নি।	নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারের জন্য প্রণোদনা, সুনির্ধারিত পলিসি সাপোর্ট, বিজ্ঞপ্তি (অ্যাডভারটাইজিং), প্রাইভেট-পাবলিক সম্পৃক্তকরণ করতে হবে।
	৫.২.২ নম্বর অনুচ্ছেদে দেশের ভিতরে ' নবায়নযোগ্য জ্বালানি হাব' তৈরি করার কথা বলা হলেও কোনো সময়সীমা দেওয়া হয় নি।	'নবায়নযোগ্য জ্বালানি হাব' তৈরি করার সুনির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করতে হবে (হতে পারে ২০৩০ বা এরকম)।
	৫.২.৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বাবিউবো এবং পিজিবির সাথে সমন্বয় করে স্রেডার নিয়মিত নতুন ক্যাপাসিটির চাহিদা ঘোষনা করার কথা বলা হয়েছে যা সুস্পষ্ট নয়।	নিয়মিত নতুন ক্যাপাসিটির চাহিদা ঘোষনা করার বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
	৫.২.৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সরকার একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকার বলতে স্রেডাকে বুঝানো হয়েছে নাকি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে তাও সুস্পষ্ট নয়।	নির্দেশিকা প্রণয়নে স্রেডার ভূমিকা ও দায়িত্বগুলোকে আরো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
৫.৩ আবাসিক/ বাণিজ্যিক/ শিল্প খাতভুক্ত গ্রাহকদের জন্য প্রকল্পসমূহ	**৫.৩.৮ নম্বর অনুচ্ছেদে** নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে শিল্প-কারখানায় 'ওপেন এক্সেস পাওয়ার ট্রান্সমিশন' এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, এই প্রক্রিয়া চালু করার আগে যথাযথ গবেষণা ও পরীক্ষামূলক ট্রান্সমিশন সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয় নি এবং সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করবে তা সুনির্ধারিতভাবে উল্লেখ করা হয় নি।	'ওপেন এক্সেস পাওয়ার ট্রান্সমিশন' প্রক্রিয়া চালুর জন্য যথাযথভাবে গবেষণা করা এবং পরীক্ষামূলক ট্রান্সমিশন সম্পাদন করার নির্দেশনা প্রদানসহ যে প্রতিষ্ঠান এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করবে তা হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
৫.৪ সৌর সেচের প্রসার	**'সৌর সেচ'** এর প্রসারের কথা বলা হলেও ট্যাক্স, ট্যারিফ, ঋণ সুবিধা এবং ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারে ব্যবস্থাপনার বিধিনিয়মের কথা বলা হয় নি। সাথে সাথে 'সৌর সেচ' কিভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হবে তা উল্লেখ করা হয় নি।	এক্ষেত্রে ট্যাক্স, ট্যারিফ, ঋণ সুবিধা এবং ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ব্যবস্থাপনায় বিধিনিয়ম এবং পরিচালনাকারি প্রতিষ্ঠান কে হবে তা সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর ও মূল বিষয়	পর্যালোচনা	সুপারিশ
৫.৫ বৈদ্যুতিক যানবাহন চার্জিং এবং ব্যাটারি প্রতিস্থাপন স্টেশনে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের প্রসার	বৈদ্যুতিক যানবাহন চার্জিং এবং ব্যাটারি প্রতিস্থাপন স্টেশনে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের এর প্রসারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, ট্যাক্স, ট্যারিফ, ঋণ সুবিধাসহ নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠান কে হবে তা উল্লেখ করা হয় নি।	এক্ষেত্রে ট্যাক্স, ট্যারিফ, ঋণ সুবিধাসহ নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হবে।
৫.৬ ভাসমান সোলার প্রকল্পের প্রসার	**৫.৬.২ নম্বর অনুচ্ছেদে** 'ভাসমান সোলার প্রকল্প' নির্মাণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে 'জলাশয়' (ওয়াটার বডি) বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, সরকারের কোন প্রতিষ্ঠানের এই দায়িত্ব থাকবে তা উল্লেখ নেই। সাথে সাথে কোন প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পগুলো পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করবে তা উল্লেখ নেই। এক্ষেত্রে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ন হলেও এ অনুচ্ছেদে তাদের সংশ্লিষ্টতা, দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়ে কিছু বলা হয় নি।	জলাশয় বরাদ্দ, প্রকল্প পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান দায়িত্বে থাকবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। একই সাথে এই অনুচ্ছেদে সুনির্ধারিতভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্টতার ধরন, দায়িত্ব ও ভূমিকা উল্লেখ করতে হবে।
	৫.৬.৪ নম্বর অনুচ্ছেদে স্রেডাকে 'ভাসমান সোলার প্রকল্প' বাস্তবায়নের তৈরি করার দায়িত্ব প্রদান করা হলেও ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো 'ভাসমান সোলার প্রকল্প' নির্মাণে সরকারের কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করবে তা উল্লেখ করা হয় নি। এই চুক্তি কি বিদ্যুৎ বিভাগ করবে নাকি স্রেডা করবে তাও স্পষ্ট করা হয় নি। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগ চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠান হলে, স্রেডার ভূমিকা এখানে কি হবে তা উল্লেখ করা হয় নি।	সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো চুক্তি করবে, এবং চুক্তির ক্ষেত্রে স্রেডার ভূমিকা কি থাকবে তা উল্লেখ থাকতে হবে।
৫.৯ বায়ু জ্বালানির প্রসার	**৫.৯.১ নম্বর অনুচ্ছেদে** বায়ু জ্বালানির (উইন্ড এনার্জি) উৎপাদন লক্ষ পূরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন পরিকল্পনাকে (উদাহরণ: আইইপিএমপি, বিসিপিপি) অনুসরণ করে এই লক্ষ পূরণের কথা বলা হচ্ছে তা উল্লেখ করা হয় নি।	এক্ষেত্রে বায়ু জ্বালানির জন্য কোন পরিকল্পনাকে অনুসরণ করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে।
৫.১০ জৈব (বায়োমাস) প্রকল্পের প্রসার	**৫.১০.৬ নম্বর অনুচ্ছেদে** 'জৈব জ্বালানির' উৎপাদন এবং ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হবে বলে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে 'জৈব জ্বালানির' এর ব্যবহারের কি ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পরবে এবং কে/ কিভাবে এই নেতিবাচক প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করবে/ করা হবে তা উল্লেখ করা হয় নি।	এক্ষেত্রে কি ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পরবে এবং কে এই প্রভাব/কিভাবে এই প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
৫.১১ বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদন প্রকল্পের প্রসার	'বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদন প্রকল্পের প্রসার' এর ক্ষেত্রে ট্যারিফ নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় স্রেডার ভূমিকা কি থাকবে তা উল্লেখ করা হয় নি।	'বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদন প্রকল্পের প্রসার' এর ক্ষেত্রে ট্যারিফ নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় স্রেডার ভূমিকা সুস্পষ্ট করে দিতে হবে।
৫.১৩ অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসসমূহ	'অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসসমূহ' এর ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলা হয়েছে। কিন্তু, সুনির্ধারিত কোন প্রতিষ্ঠানের নাম বলা হয় নি।	সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম বলতে হবে (সেক্ষেত্রে স্রেডা হতে পারে)।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

অনুচ্ছেদ নম্বর ও মূল বিষয়	পর্যালোচনা	সুপারিশ
৬.০ ভূমি	**৬.৩ নম্বর অনুচ্ছেদে** 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের উন্নয়নের' জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ভূমি (যেমন, পতিত জমি, খাস জমি, চর, নদী তীরের জমি ইত্যাদি) বরাদ্দ দেওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু, 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের উন্নয়নের' ক্ষেত্রে সামাজিক এবং **পরিবেশগত দিকগুলো বিবেচনা** করার নির্দেশনা যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয় নি।	যথাযথভাবে 'এনভায়রনমেন্টাল এবং সোশ্যাল অ্যাসেসমেন্ট', 'এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান' ছাড়া কোন জমি বরাদ্দ দেওয়া যাবে না, ভূমি বরাদ্দের বিষয়ে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে (যেমন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ইত্যাদি) সম্পৃক্ত করতে হবে- এরূপ স্পষ্ট নির্দেশনা নীতিতে থাকতে হবে।
	৬.৬ নম্বর অনুচ্ছেদে 'সরকারি জমি ব্যবহার' বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা নীতি নির্ধারনী নথিতে ব্যবহার করা সমীচীন নয়। এরূপ বাক্যাংশ ব্যবহারের মাধ্যমে যেকোনো জমি অধিগ্রহণে সরকারি ক্ষমতা ও হস্তক্ষেপকে বৈধতা দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে আইনের ধারার অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে।	**'সরকারি জমি ব্যবহার'**সহ পুরো নীতিতে যত সংবেদশীল শব্দ বা বাক্যাংশ আছে যার ভুল ব্যাখ্যা তৈরি হওয়া এবং অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ আছে, সেগুলো সচেতনভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাদ দিতে হবে।
৮.২ আর্থিক প্রণোদনা	নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরঞ্জাম উৎপাদনের উপাদান ও কাচাঁমাল থেকে ভ্যাট এবং আমদানী শুল্ক এবং নবায়নযোগ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন শিল্পকে কর্পোরেট আয়কর থেকে অব্যাহতি এবং বিভিন্ন প্রণোদনা দেয়ার নির্দেশনা থাকলেও **ভোক্তার ক্ষেত্রে এ ধরণের কোনো বিষয় উল্লেখ নেই।**	এই নীতিতে ভোক্তা পর্যায়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন বিশেষত গৃহস্থালিতে 'নেট মিটারিং' এবং 'সোলার ইরিগেশন পাম্প' উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা দেয়ার নির্দেশনা থাকতে হবে।
১৪.০ পরিবেশগত বিষয়াবলি	**১৪.২ নম্বর অনুচ্ছেদে** 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র পদ্ধতি সহজীকরণ '- এই বাক্যে **'সহজীকরণ'** শব্দটি পরিবেশ ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অপব্যবহার হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।	'সহজীকরণ' সহ পুরো নীতিতে যত সংবেদশীল শব্দ বা বাক্যাংশ আছে যার ভুল ব্যাখ্যা তৈরি হওয়া এবং অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ আছে, সেগুলো সচেতনভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাদ দিতে হবে।
১৭.০ লক্ষমাত্রা	• এই অনুচ্ছেদে বিদ্যুৎ খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে- ১ম ফেইজে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ২০ শতাংশ এবং ২য় ফেইজে ২০৪১ সাল পর্যন্ত ৩০ শতাংশ। কিন্তু এই লক্ষমাত্রা ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ জ্বালানি নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের অন্যান্য নীতি/পরিকল্পনার (আইইপিএমপি, বিসিপিপি, আইএনডিসি ইত্যাদি) কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষমাত্রাকে ভিত্তি করে করা হয় নি। • এই নীতিতে **'নবায়নযোগ্য জ্বালানি মিশ্রণ'** সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ, নবায়নযোগ্য জ্বালানির **কোন উৎস থেকে কত শতাংশ উৎপাদন করা হবে** সে সম্পর্কে সম্ভাব্য কোনো প্রাক্কলন করা হয় নি।	• 'বিসিপিপি'সহ অন্যান্য নীতি/পরিকল্পনাগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। • ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ জ্বালানি নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের একটি বাস্তবসম্মত ও নির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ রোডম্যাপ/ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। • সামগ্রিকভাবে ফেইজভিত্তিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি লক্ষমাত্রা নির্ধারণের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির কোন উৎস থেকে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

অনুচ্ছেদ নম্বর ও মূল বিষয়	পর্যালোচনা	সুপারিশ
		কত শতাংশ উৎপাদন করা হবে সে সম্পর্কে সম্ভাব্য প্রাক্কলন করে একটি 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি মিশ্রণ' লক্ষমাত্রা তৈরি করতে হবে।
১৯.০ ব্যাখ্যার অধিকার	**১৯.২ নম্বর অনুচ্ছেদে** এই নীতির কোনো কিছুতে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হলে তার ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, **সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান এই ব্যাখ্যা প্রদান করবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয় নি**। অন্যদিকে, এর ফলে ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা প্রদানের সম্ভাবনা থাকে যা অনেকসময় স্বেচ্ছাচারিতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।	এক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোকে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।